গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

বিষয়ঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর এপ্রিল/২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম** সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ	:	**২৪-০৪-২০১৯**
সময়	:	সকাল ১১.০০ টায়
স্থান	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিত সদস্য	:	**পরিশিষ্ট-ক**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের সম্মতিতে গত ২৭-০৩-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। গত ২৭-০৩-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**অনিষ্পন্ন/অপেক্ষমান বিষয়:** (ক) সভার শুরুতে অনিষ্পন্ন/অপেক্ষমান গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনায় জানানো হয় যে, ৯ই আগস্ট/২০১৯ তারিখ জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন, স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে জ্বালানি সপ্তাহ/২০১৯ পালন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এ বিভাগ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে প্রেজেনটেশন প্রস্তুত করা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনে আয়োজিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের প্রস্তুতি প্রভৃতি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন অনিষ্পন্ন/অপেক্ষমান কার্যক্রমের মধ্যে পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অটোমেশনের বিষয়টি যুক্ত হতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি আরও বলেন, গ্যাস ও তেল সেক্টরের কার্যক্রমে দীর্ঘদিনের প্রচলিত বদ্ধমূল ধ্যান ধারণা থেকে বেড়িয়ে এসে সুশাসন নিশ্চিত করতে অটোমেশনের বিকল্প নেই। অটোমেশনের (ক) বর্তমান অবস্থা (খ) কি কি সুযোগ তৈরি করা যায় (গ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ এগিয়ে নিতে হবে। ইআরপি কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে সভাপতির প্রশ্নের জবাবে জানানো হয় যে, যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা) এর নেতৃত্বে এ বিভাগে গঠিত কমিটি কাজ করছে। কমিটি গত ২৩-০৪-২০১৯ তারিখে একটি সভা করে। সভায় প্রতিটি সংস্থা/কোম্পানিতে বর্তমানে কি কি সফটওয়ার রয়েছে তার একটি তালিকা প্রণয়ন এবং মডিউলসমূহ আইডেনটিফিকেশন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সভাপতি ইআরপি কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে অটোমেশন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে কমিটির নাম "এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ইআরপি ও অটোমেশন সংক্রান্ত কমিটি" গঠন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ৯ই আগস্ট/২০১৯ জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস বিষয়ে গঠিত কমিটির সভা আহবান করতে হবে। (খ) স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে জ্বালানি সপ্তাহ/২০১৯ পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এ বিভাগ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে প্রেজেনটেশন চূড়ান্ত করতে হবে। (ঘ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে আয়োজিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনতে হবে। এ বিভাগের ইআরপি কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে অটোমেশন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে কমিটির নাম "এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ইআরপি ও অটোমেশন সংক্রান্ত কমিটি" করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ প্রশাসন অনুবিভাগ উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রশাসন অনুবিভাগ প্রশাসন অনুবিভাগ

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.২	(ক) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিকট সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার এবং দপ্তর/সংস্থার নিকট এ বিভাগের বিভিন্ন শাখার অনিষ্পন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে সভায় জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরিত পত্রাদি সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়। এছাড়া "গ্যাস বিপণন বিধিমালা-২০১৬" এর খসড়া পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি ১০-০৪-২০১৯ তারিখ সভা করেছে। ২০১৬ সাল থেকে বিষয়টি পেন্ডিং আছে বিধায় যতদ্রুত সম্ভব "গ্যাস বিপণন বিধিমালা-২০১৬" হালনাগাদ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। দপ্তর সংস্থাসমূহের অর্গানোগ্রাম, আইন, বিধিমালা সংক্রান্ত বিষয় পেন্ডিং থাকলে দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এ বিভাগের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয় বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পত্রের তথ্য নির্ধারিত ছকে (চলমান, কত দিন ধরে অনিষ্পন্ন, কোন দপ্তরে অনিষ্পন্ন উল্লেখসহ) প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (খ) যথাশীঘ্র সম্ভব "গ্যাস বিপণন বিধিমালা -২০১৬" হালনাগাদ করতে হবে। (গ) দপ্তর সংস্থাসমূহের অর্গানোগ্রাম, আইন, বিধিমালা সংক্রান্ত কোন বিষয় পেন্ডিং থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	এ বিভাগের সকল শাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি।
৩.৩	সভাপতি বলেন, বিমানের পাওনা আদায় ও জেট ফুয়েলের দাম নির্ধারণের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গঠিত কমিটির উপর ছেড়ে দেয়া কোনো যৌক্তিক সমাধান নয়। বিপিসি এবং পদ্মা অয়েলকেই এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিমানের কর্তৃপক্ষের উত্থাপিত বিষয়সমূহ যৌক্তিকতা দিয়ে খন্ডন করতে হবে। সেখানে সক্ষমতার পরিচয় দিতে হবে। দাম নির্ধারণ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালেয়ে গঠিত কমিটিকে প্রদান করা হলে উক্ত কমিটি বিষয়টি সুরাহা করে দিবে।	বিমানের পাওনা আদায় ও জেট ফুয়েলের দাম নির্ধারণের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	বিপিসি পদ্মা অয়েল
৩.৪	বিপিসি এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অভিন্ন পদবির চাকরি বিধিমালা প্রস্তুত করার বিষয়টি গত ২০১৬ সাল থেকে অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। সভায় পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের জন্য যেমন-অভিন্ন চাকরি বিধিমালা রয়েছে তেমনি বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের জন্য অভিন্ন পদবি, বেতন কাঠামো, নিয়োগ ও পদোন্নতির চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের জন্য যেমন-অভিন্ন চাকরি বিধিমালা রয়েছে তেমনি বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের জন্য অভিন্ন পদবি, বেতন কাঠামো, নিয়োগ ও পদোন্নতির চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	বিপিসি ও প্রশাসন-৩ অধিশাখা
৪.	**অডিট আপত্তি:** এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি যথাসময়ে নিষ্পত্তির বিষয়ে গত ০৯-০৪-২০১৯ তারিখে এ বিভাগে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিপিসি, পেট্রোবাংলার ও তাদের অধীন কোম্পানিসমূহের মোট ৫৭৭৫টি আপত্তির মধ্যে সাধারণ ক্যাটাগরীর ১৫৫৪টি, অগ্রীম ২২৩৭টি ও সংকলভুক্ত ৫৫৯টি আপত্তি রয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরে অডিট সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত লোকবলের তুলনায় আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা অপ্রতুল। সভাপতি জানান, অডিট সংখ্যা বৃদ্ধি ও অনিষ্পন্ন থাকার মূল কারণ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে মনোযোগ না দেয়া এবং বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ না করেই দায়সারাভাবে কার্য সম্পাদন করা। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণও এ বিষয়ে খুব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা অভিজ্ঞ নন। তিনি প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে "অডিট আপত্তি উৎপত্তি ও নিষ্পত্তি" শিরোনামে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। সিএও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও অডিট সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ এই প্রশিক্ষণ দেবেন। সভাপতি আরও নির্দেশনা প্রদান করেন যে, একটি দপ্তরের বৎসর ভিত্তিক অডিট আপত্তির ধরণ নির্ধারণ করে কেন তা নিষ্পত্তি হচ্ছে না এর কারণ চিহ্নিত করা প্রয়োজন।	অডিট আপত্তির উৎপত্তি ও নিষ্পত্তি শিরোনামে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	অপারেশন অধিশাখা- ৪ ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.	**বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি:** বিভাগীয় মামলার নিরোধকল্পে পেট্রোবাংলা ও এর অধীন কোম্পানিসমূহ নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া এপিএ এর আবশ্যিকতা থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহে মাত্র ১৭টি বিভাগীয় মামলা থাকায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ হয়। তবে বিপিসি ও এর অধীন ০৭টি কোম্পানিতে ২৪টি মামলা থাকায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিপিসি/ পেট্রোবাংলা ও কোম্পানিসমূহ
৬.	সভায় অবহিত করা হয় যে, যমুনা অয়েল কোম্পানি লি: এর চাঁদপুর ডিপোতে অবৈধ তেল গ্রহণ ও বিক্রির অভিযোগ তদন্তে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি উক্ত অভিযোগ/ঘটনার সত্যতা পায়নি। এ বিষয়ে সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটির প্রতিবেদন পুন:যাচাই করার জন্য কমিটিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের জন্য কমিটি সময় বৃদ্ধির আবেদন করায় কমিটির সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি কোনক্রমেই নিষ্পত্তি করার অবকাশ নেই।	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর চাঁদপুর ডিপোতে অবৈধভাবে তেল গ্রহণ ও বিক্রির অভিযোগ প্রমানের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	বিপিসি ও জেওসিএল
৭.	**আদালতে বিচারাধীন মামলা:** সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলা ও এর বিভিন্ন কোম্পানির মোট মামলা সংখ্যা ২০১২ টি। গত মাসে ৫৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে তিতাসেরই ৪৫টি মামলা রয়েছে। অন্যদিকে মামলা রুজু হয়েছে ৩০টি। পেট্রোবাংলা, বিপিসি এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের বিচারাধীন কোন্ মামলার জন্য কোন্ আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, কতদিন ধরে পেন্ডিং রয়েছে, পরবর্তী শুনানি কখন হতে পারে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সঠিকভাবে তদারকি করছেন কিনা এ সব বিষয় এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। এছাড়া, আইনজীবীদের সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট উইং প্রধানের সমন্বয়ে সময়ে সময়ে সভা অনুষ্ঠান এবং বছরভিত্তিক মামলার তালিকা প্রস্তুতের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) আদালতে চলমান মামলাসমূহ নিয়মিত এবং যথাযথভাবে তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। (খ) গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের সংগে যোগাযোগ করতে হবে। (গ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে কোন্ মামলায় কোন্ আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, কতদিন ধরে তা পেন্ডিং রয়েছে, পরবর্তী শুনানি কখন হতে পারে, এবং মাললা নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন্ কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন; তিনি সঠিকভাবে তদারকি করছেন কিনা সেসব বিষয়ে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৮.	**অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা:** পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অনিষ্পিন্ন অবসরভাতা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা এবং পেন্ডিং অবসরভাতা বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	অবসর ভাতা সহজীকরণ নীতিমালা অনুযায়ী অনিষ্পন্ন অবসর ভাতার আবেদন (যদি থাকে) অতি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা এবং দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৯.	**ভূ-সম্পত্তি হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও নামজারী সম্পাদন:** জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের ভূ-সম্পত্তি অবৈধ দখলে থাকলে তা থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ এবং জমির মালিকানা সঠিক রাখার জন্য যথাসময়ে নামজারী সম্পাদন করা প্রয়োজন। একইসংগে দপ্তর/সংস্থার সম্পত্তির বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ডকে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক বকেয়া ভূমি করের বিবরণী প্রেরণের জন্য পত্র প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জমি থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে এবং জমির বিষয়ে কোন মামলা থাকলেও নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে। (খ) ভূমি সংস্কার বোর্ডকে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক বকেয়া ভূমি করের বিবরণী প্রেরণের জন্য পত্র প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	প্রশাসন-২ অধিশাখা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি। প্রশাসন-৩ অধিশাখা

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১০.	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** এ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ণ অগ্রগতি পর্যালোচনাকালে সভাপতির প্রশ্নের জবাবে উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, গত বছরের তুলনায় এ বছরের অর্জন কম হবে, কারণ ১০০০ ব: কি: সিসমিক সার্ভেসহ কিছু কিছু কার্যক্রম এখনও সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি এপিএ চুক্তিতে কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো আন্তরিক ও সচেষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এপিএ'তে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, এসডিজি, রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ এর আলোকে যৌক্তিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে এপিএ টিম গুরুত্ব সহকারে মনিটরিং করবে। (খ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এপিএ'তে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, এসডিজি, রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ এর আলোকে যৌক্তিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তসহ বস্তুনিষ্ঠ এপিএ প্রণয়ন করতে হবে।	এপিএ টিম ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
১১.	**অনলাইন কার্যক্রম:** ওয়েব সাইট হচ্ছে এ বিভাগের সমুদয় তথ্যের প্রধানতম মাধ্যম। এ বিভাগে সম্পাদিত কার্য সন্নিবেশ করে ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণের উপর সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। **ই-ফাইলিং:** অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের তুলনায় এ বিভাগের অবস্থান ভাল না থাকায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং সকল নথি (কতিপয় বিষয় ব্যতিত) ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য সভাপিতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের অবস্থানও ভাল পর্যায়ে না থাকায় এক্ষেত্রে আরও যত্নবান হওয়ার জন্য সভায় বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। **ই-টেন্ডরিং:** সভায় ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে শতভাগে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা দেন। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের চলমান/আহবানকৃত দরপত্রে মোট সংখ্যা, তার মধ্যে ই-দরপত্রের সংখ্যা, টাকার পরিমান ও দরপত্রের তারিখ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত থাকলেও যথাযথভাবে কোনো কোম্পানি তা প্রেরণ করেনি। আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে তা প্রেরণ করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) এ বিভাগ সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম/বিষয় প্রতিবেদন ওয়েব সাইটে থাকতে হবে এবং নিয়মিত ওয়েব সাইট হালনাগাদ করতে হবে। (খ) এ বিভাগের প্রতিটি শাখা/অধিশাখা হতে প্রতিমাসে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সকল নথি (কতিপয় ব্যত্যয় ব্যতিত) নিষ্পত্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (গ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-নথিতে কার্যক্রম সম্পাদন বৃদ্ধি করতে হবে। (ঘ) চলতি মাস পর্যন্ত চলমান/আহবানকৃত দরপত্রের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	আইসিটি শাখা এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
১২.	**প্রকল্প পরিদর্শন ও শাখা পরিদর্শন:** কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ ও শাখা পরিদর্শন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জারীকৃত অফিস আদেশ অনুযায়ী প্রকল্প পরিদর্শন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে শাখাসমূহ ও নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা/ অনুবিভাগ
১৩.	**ব্লু-ইকোনমি সেল:** সভায় ব্লু-ইকোনমি সেলের জন্য পদ সৃজন, যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। ব্লু-ইকোনমি সেলের জনবল, যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্ত করার বিষয়ে ১টি প্রস্তাব সম্প্রতি এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে প্রক্রিয়া করা হচ্ছে।	ব্লু-ইকোনমি সেলের পদ সৃজন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্তকরণের কাজ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	প্রশাসন-২ অধিশাখা ও ব্লু-ইকোনমি সেল

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৪.	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিআরসি'র সঙ্গে এ বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির কিছু কিছু কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা/সমস্যার বিষয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- (১) গ্যাস গ্রাহকদের নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ; (২) গ্যাস গ্রাহকদের বিল পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ; (৩) গ্যাস গ্রাহকদের কাছে গ্যাস বিল পৌছানোর সময়কাল নির্ধারণ। সভায় জানানো হয় যে, যেসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা যথাযথ নয়। তাই বস্তুনিষ্ঠ ও বিস্তারিত তথ্যাদি আগামী সভার পূর্বেই প্রেরণ করার জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া আরও কোন বিষয়ে দ্বৈততা রয়েছে কিনা সে বিষয়ে পেট্রোবাংলা/বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহ এবং এ বিভাগের অধীনস্থ সকল সংস্থা/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর হতে বিস্তারিত তালিকা প্রনয়ণপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	বিআরসি'র সঙ্গে এ বিভাগের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির কার্যক্রমের দ্বৈততা/সমস্যা সমূহের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রনয়ণপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিসমূহ

১৬। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সচিব